

কোরআন এবং হাদিসের আলোকে

কোরআন এবং নবীকে অবমাননার শাস্তি

পীর, সূফী হত্যা বন্ধ করুন

ভারতে নির্যাতিত খ্রিস্টান ভাইদের পক্ষে দাঁড়ান

আবদুল ওয়ারিথ বিন আবদ আল মুঘনী

পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ এর নামে

পুস্তিকা লেখার কারণ

বাংলাদেশে পীর নির্যাতনের হিড়িক পড়ে গেছে। নভেম্বর, ২০২৫ সালে বাউল শিল্পী আবুল সরকারের উপর হামলা করে কিছু মূর্খ। আর গত ১২ই আগ্রিল, ২০২৬ তারিখে কিছু মূর্খ আলেম, মাদ্রাসা ছাত্রকে সাথে নিয়ে তৌহীদি জনতা নামের ভ্রান্ত দল একজন পীরকে হত্যা করেছে। এখন এই বিষয়ে ইসলামে কি বলা আছে তা নিয়ে একটি পুস্তিকা অন্তত লেখা দরকার বলে মনে হয়েছে। আমরা যারা মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলাম প্রচার করি তারা violence সমর্থন করি না। আমরা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে। নিপীড়িত মানুষের পক্ষে। আমরা ন্যায় বিচারের পক্ষে।

এত কাজের চাপ একটু শ্বাস ফেলার জন্য আমি মেমের কাছে যেতেই দেখি তিনি জালি বেত নিয়ে কলাবসিবল গেটের ঐ পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। মনিপুরের খ্রিস্টান নারী এবং শিশুদের রক্ষায় তিনি বাঘিনী হয়ে গেছেন। আমি বাঘ ভয় না পেলেও বাঘিনী থেকে দূরে থাকি। বুঝতে পারছি, মোদীর অত্যাচার থেকে, হিন্দু চরমপন্থীদের থেকে ভারতের খ্রিস্টানদের রক্ষা না করা পর্যন্ত মেম আমাকে জালি বেত দিয়ে পিটাতেই থাকবেন।

ইশ! আমার মামীরা যদি মেমের মত হত অর্থাৎ তারেক চাচা, ওয়াকার মামা, মতিউর রাহমান, মাহফুয আনাম, মাহমুদুর রাহমান, ইত্যাদি রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, আর্মির জেনারেলদের স্ত্রীরা যদি মেমের মত তাদের জন্য **** নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতো তাহলে হয়তো এই জাতির মধ্যে কিছু পরিবর্তন আসত। আর কত মেনি বেড়াল হয়ে থাকবে তোমরা? আল্লাহ তোমাদের জন্য হাসিনাকে বা তার মত কাউকে রেডি করে রেখেছেন – এই বার যদি বীরের মত মাথা তুলে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে না পারো তাহলে জেনে রাখো, জান্নাত শুধুমাত্র প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারীদের জন্য - যাদের হৃদয় অত্যাচারীকে দেখলে ভয়ে ধুক-পুক করে না বা আতংকে দৌড়া-দৌড়ি শুরু করে না।

জামাতের আমীর জাতির দাদু। জামাতের মধ্যে অন্য যেগুলো আছে তাদের মধ্যে যোগ্য কেউ নেই, সবগুলো মূর্খ - তাই দাদুকে বৃদ্ধ বয়সেও নেতৃত্ব দিতে হয়। ওদের মধ্যে দাদু ছাড়া কেউই কথা বলতে জানে না, বক্তব্য দিতে জানে না; শিক্ষা নেই – কথা বলবে কি? জামাত নির্বাচনে ৭৬ টি আসন পাওয়ার পিছনে দাদুর অবদান ৯৫%। জানেন তো, দাদুর শিকড় শেখ মুজিবের ছাত্র লীগে। আয়ামী লীগের যারা সঠিক পথে আসতে চাও, এখন-ই সুযোগ। আল্লাহ যার ভালো চান তাকেই

বিপদ- আপদ দেন। হাসিনা কি করেছে তার জন্য আয়ামি লীগের ইউনিয়নের নেতাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, ওয়ার্ডের নেতাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই কারণ তারেক যেমন কারো কথা শুনে না তেমনি হাসিনাও কারো কথা শুনত না। ওরা তো স্বৈরাচার। আয়ামি লীগের মধ্যেও অনেক ভালো মানুষ আছেন। দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তারাও আমন্ত্রিত। (তারিখ: ১৪ই এপ্রিল, ২০২৬)

পীর (সূফী), বাউল হত্যা বন্ধ করো

হাসিনার পতনের পর থেকে এই দেশে তৌহীদি জনতা নামে একদল ভণ্ড, মূর্খের উদ্ভব হয়েছে। এরা না না ধরণের অপকর্ম করে বেড়াচ্ছে। তার মধ্যে পীর হত্যা সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ। আপনারা খোঁজ-খবর নিয়ে দেখুন – এদের নেতৃত্বে রয়েছে কওমি মাদ্রাসার কিছু মূর্খ আলেম আর অশিক্ষিত জনতা। সোশ্যাল মিডিয়া - ফেসবুক ব্যবহার করে তাদেরকে উস্কানি দিচ্ছে ভারতের 'র' এবং ইসরায়েলের মোসাদ। প্রথমে আমরা জেনে নেই, এই ব্যাপারে ইসলামের নিয়ম কি?

আওফ বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:

"ইহুদীরা একাত্তরটি দলে বিভক্ত, যার একটি জাফ্নাতী এবং সত্তরটি জাহান্নামে। খ্রিস্টানরা বাহাত্তরটি দলে বিভক্ত, যার মধ্যে একাত্তরটি জাহান্নামে এবং একটি জাফ্নাতে। আমি শপথ করে বলছি, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আমার অনুসারীরা তিহাত্তরটি (৭৩ টি) দলে বিভক্ত হবে যার মধ্যে বাহাত্তরটি দল জাহান্নামী এবং একটি দল জাফ্নাতী।" বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, তারা কারা? তিনি বলেছেন: "প্রধান শাখা।" (সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৯৯২)

মুহাম্মাদ সাঃ এর উম্মত (অনুসারীরা) ৭৩ টি দলে ভাগ হবে। তারা সবাই পৃথিবীতে মুসলিম হিসেবে পরিচিতি পাবে এবং মুসলিমের সকল অধিকার তারা পাবে। যারা পিরতন্ত্রে বিশ্বাস করে, সুফিজমে বিশ্বাস করে, নিঃসন্দেহে তারা পৃথিবীতে মুসলিম হিসেবে পরিচিত হবে এবং মুসলিমের সকল অধিকার তারা পাবে। এখন আমরা জানি, পিরতন্ত্র শিরক। পিরতন্ত্রের ভিতরে অনেক শিরক আছে। আমরা জানি, পিরতন্ত্র মানলে ঈমান (বিশ্বাস) নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যারা পিরতন্ত্র (সুফিজম) মানে তারা ঐ সকল বিষয়কে শিরক মনে করে না। তারা বিশ্বাস করে, পিরতন্ত্র, সূফীজম ইসলামের অন্তর্ভুক্ত।

এই অবস্থায় যারা পিরতন্ত্র মানে তাদেরকে আমরা কাফির বা অমুসলিম বলব না। নির্দিষ্ট করে কোন লোককেই আমি কাফির বলি না। এখন যারা পিরতন্ত্র মানে বা গণতন্ত্র মানে তাদের ব্যাপারে আমরা কি করতে পারি? তারা জানে না, বুঝে না। তাদেরকে জানাতে হবে, বুঝাতে হবে, তাদের মাঝে জ্ঞান বিতরণ করতে হবে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, নবীর অনুসারীরা ৭৩ টি দলে ভাগ হবে এবং ১ টি মাত্র দল জান্নাতে যাবে, অন্যরা জান্নাতে যাবে না কিন্তু আল্লাহ এর রসূল সাঃ বাকি ৭২ টি দলকে নিজের উম্মতের (অনুসারীদের) অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন – এই কথা বলে যে, **"আমার উম্মত ৭৩ টি দলে ভাগ হবে"**; অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে নবীর অনুসারী (উম্মত) হিসেবেই স্বীকৃতি পাবে। তারা একজন মুসলিম যত অধিকার পায় তার সকল অধিকার পাবে।

সুফিদের অনেক বিশ্বাস শুনলে সাধারণ মুসলিমরা তাজ্জব হয়ে যাবেন। যেমনঃ তারা বিশ্বাস করে, তাদের পীর তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। এটি ভুল বিশ্বাস। কিন্তু এজন্য আপনি কি তাকে মারবেন? বা বকবেন? না। আপনার দায়িত্ব হচ্ছে তাকে কোরআন-হাদিসের উপর ভিত্তি করে বুঝানো। যদি সে না মানে? এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

যারা বলেন, "অমুকে কোরআন অবমাননা করেছে। তাই তাকে মেরেছি।" আপনার জানা উচিত যে, কোরআন অবমাননা করা যায় না। কোরআন এমন একটি বই যাকে অবমাননা করার ক্ষমতা আল্লাহ কাউকে দেন নি। আপনি চাইলেও কোরআন অবমাননা করতে পারবেন না। কেন পারবেন না? আপনি কি এমন কোন বই (বিশেষ করে ধর্মগ্রন্থ) দেখাতে পারবেন – যে বই নিজেই বলছে যে, পারলে আমাকে ভুল প্রমাণ করো?

"তারা কি কুরআনে চিন্তা করে না? এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ থেকে হত তবে তারা অবশ্যই এতে অনেক অসঙ্গতি (contradiction) দেখতে পেত।" (সূরা নিসাঃ ৮২)

আল্লাহ নিজেই অবিশ্বাসীদের কোরআনে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, তারা যদি কোরআনে একটি অসঙ্গতি খুঁজে বের করতে পারে তাহলে কোরআন ভুল প্রমানিত হবে এবং কোরআন আল্লাহ এর পক্ষ থেকে নয় – এই কথা প্রমানিত হয়ে যাবে। এখন যদি কোন অবিশ্বাসী কোরআনে অসঙ্গতি আছে বলে কিছু দাবী নিয়ে আসে এবং কিছু আয়াতের কথা উল্লেখ করে তাহলে কি আপনি তাকে মারবেন? বা হুমকি দিবেন বা বকবেন? না। এই ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে, আপনি তার দাবিগুলো

শুনবেন এবং তাকে বুঝিয়ে বলবেন। কিন্তু আপনার যদি জ্ঞান না থাকে তাহলে আপনি তাকে বুঝিয়ে বলতে পারবেন না। তখন আপনি তাকে জ্ঞানী কোন মুসলিমের কাছে পাঠিয়ে দিবেন। এখানে ঐ অমুসলিম কি কোন অন্যায় কিছু করেছেন? না, তিনি কোন অন্যায় করেন নি। আল্লাহ তাকে যা করতে বলেছেন তিনি তাই করেছেন। আল্লাহ-ই তাকে পরোক্ষভাবে বলেছেন, যদি সে পারে তাহলে সে যেন কোরআনে অসঙ্গতি খুঁজে বের করে। এই অমুসলিম একজন সত্যাত্মী। এই কাজ করে তিনি ইসলামের কাছে আসলেন এবং ইসলাম সম্পর্কে, কোরআন সম্পর্কে জানতে পারলেন। তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ না করেন? এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই ব্যাপারে আল্লাহ তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন।

"আর আমি আমাদের বান্দার (মুহাম্মাদের) প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি সে সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দেহে থাক, তাহলে এর (কোরআনের) মত একটি সূরা তৈরি করো এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সাহায্যকারীদের ডাকো, যদি তোমরা যা বল তা সত্য (হয়ে থাকে)। (সূরা বাকারাঃ২৩)

"তারা কি এ কথা বলে যে, সে [অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সা.)] এটা (কোরআন) রচনা করেছে? বল, তাহলে তোমরাও এর মত একটা সূরা (রচনা করে) নিয়ে আসো এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে পারো তাকে (সাহায্যকারী) ডেকে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। (কোরআনঃ সূরা ইউনুসঃ ৩৮)

এখন কেউ যদি কোরআনের কোন সুরার মত একটি সূরা লিখেছে বলে দাবী করে তাহলে তাকে কি করবেন? পিটাবেন? হুমকি দিবেন? না, কখনোই না। আল্লাহ তাকে যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন সে তো শুধু সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে মাত্র। এখানে তার গুনাহের কিছু নেই। সে নিজেই একদিন বুঝতে পারবে যে, তার লিখা সূরাটা কোরআনের কোন সুরার মত হয়নি। তখন সে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হবে। তবে সে ইসলাম গ্রহণ করবে কি না - সেটা একান্তই তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এখানে আপনার কি করার আছে? আপনি শুধু তাকে বুঝিয়ে বলবেন যে, তার লিখা সূরাটা কেন কোরআনের কোন সুরার মত হয়নি। তারপর সে আপনার কথা মানলে মানল, না মানলে নাই। বাকি ব্যাপার সে আল্লাহ এর সাথে বুঝবে।

এখন চিন্তা করে দেখুন, কোন মুসলিম (সুফি/পীর) বা অমুসলিম যদি দাবী করে যে - সে কোরআনের সূরা কাউসার বা সূরা ইখলাসের মত কোন সূরা লিখেছে তাহলে আমাদের বঙ্গ অঞ্চলের আলেম নামের মূর্খরা এবং তৌহীদি জনতা তাকে কি করবে? আমার তো মনে হয়, তাকে

তারা হত্যা করে ফেলবে। যারা এই ধরনের কাজ করেন -তারা একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যার অভিযোগে কিয়ামতের দিন শাস্তির মুখে পড়বেন। আল্লাহ যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন - "তোমরা এই ব্যক্তিকে কোরআনের কোন আয়াতের উপর বা আমার নবীর কোন হাদিসের উপর ভিত্তি করে হত্যা করেছো? তারা কেউই জবাব দিতে পারবে না। ওরা নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যার জন্য আল্লাহ এর কাছ থেকে শাস্তি পাবে আর জানেন তো - নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। রোদের গরম সহ্য হয় না আর জাহান্নামের আগুন!?!?!"

"নাকি তারা বলে যে, **"তিনি (মুহাম্মাদ) এই কুরআন বানোয়াট (রচনা) করেছেন!"**? বলুন, হে নবী, তোমরা এর (কোরআনের) মত দশটি **বানোয়াট** সূরা তৈরি করো এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে কারো কাছ থেকে সাহায্য নাও – যদি তোমরা যা বলো তা সত্য হয়ে থাকে!" (১৩) তারা যদি তোমাদের ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে জেনে নাও যে, আল্লাহর জ্ঞান অনুসারেই তা অবতীর্ণ হয়েছে। আরো জেনে রাখ যে, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই। তাহলে এখন কি তোমরা আত্মসমর্পণ করবে? (১৪) (সূরা হুদঃ:১৩-১৪)

"Or do they say, "He has **fabricated** this 'Quran'!"? Say, 'O Prophet,' "Produce ten **fabricated** sūrahs like it and seek help from whoever you can—other than Allah—if what you say is true!" (Sura Hud:13) (The clear Quran by Dr. Mustafa Khattab)

"তারা বলে, **'এটি (কোরআন) প্রাচীনকালের উপকথা যা সে লিখিয়ে নিয়েছে;** এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তার কাছে পাঠ করা হয়। (৫) বল: 'তা তিনিই নাযিল করেছেন যিনি আসমান-যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় অবগত আছেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।" (৬) (কোরআনঃ সূরা ফুরকানঃ ৫-৬)

"তাদের কাছে যখন আমার আয়াত পাঠ করা হয় তখন তারা বলে, 'শুনলাম তো, **ইচ্ছে করলে এ রকম কথা (কোরআনের মত কথা) আমরাও বলতে পারি, এগুলো (কোরআনের আয়াত) তো আগে কালের কেচ্ছা কাহিনী ছাড়া আর কিছুই না।"**(৩১) (স্মরণ কর, যখন তারা বলেছিল, 'হে আল্লাহ! এটা যদি তোমার নিকট থেকে (প্রেরিত) সত্য (দ্বীন) হয় তাহলে আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ কর, কিংবা আমাদের উপর কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নিয়ে এসো।'(৩২) তুমি তাদের মাঝে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না এবং যখন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে একরূপ অবস্থায়ও আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না। (৩৩) (সূরা আনফালঃ ৩১-৩৩)

"তার কাছে যখন আমার আয়াত পাঠ করা হয় তখন সে বলে, "এতো (কোরআন) আগে কালের লোকেদের কিসসা কাহিনী মাত্র।" (১৫) আমি তার নাসিকা দাগিয়ে দিব। (১৬) (সূরা কালামঃ ১৫-১৬)

তাদের মধ্যে কতক লোক আছে যারা তোমার দিকে কান পাতে। তাদের অন্তরের উপর আমি পর্দা ঢেলে দিয়েছি যাতে তারা উপলব্ধি করতে না পারে, তাদের কানে আছে বধিরতা, সমস্ত নিদর্শন দেখলেও তারা তাতে ঈমান আনবে না, এমনকি যখন তারা তোমার কাছে আসে তোমার সাথে বিতর্ক করে। **কাফিরগণ বলে এটা (কোরআন) তো পূর্বকাল লোকেদের গল্প-কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।**(২৫) তারা তা (শোনা) থেকে অন্যদের বিরত করে, আর নিজেরাও তা থেকে দূরে সরে থাকে, তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস সাধন করে কিন্তু সে বোধ তাদের নেই।(২৬) (সূরা আন'আম ২৫-২৬)

"এ বিষয়ে আমাদেরকে ওয়া'দা দেয়া হয়েছে আর অতীতে আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও। **এসব (কোরআনের আয়াত) তো পুরনো কালের কিসসা কাহিনী ছাড়া কিছুই না।**"(৮৪) জিজ্ঞেস করঃ এই পৃথিবী এবং এতে যা আছে তা কার, যদি তোমরা জান তো বল? (৮৫) তারা বলবে- আল্লাহর। বল: তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? (৮৬) (সূরা মু'মিনুন -৮৪-৮৬)

আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে কোরআনে এমন প্রচুর আয়াত আছে যাতে কাফিররা নবীকে কোরআন সম্পর্কে কি বলত – তার বর্ণনা রয়েছে। কত কঠিন কঠিন কথা তারা বলেছে কোরআন এবং কোরআনের আয়াত সম্পর্কে কিন্তু আল্লাহ কি তাদেরকে দুনিয়ায় শাস্তি দিতে বলেছেন? বলেন নি। নবী কি মক্কা বিজয়ের পর কোরআন অবমাননার জন্য এদের কাউকে কাউকে শাস্তি দিয়েছিলেন? না, দেন নি। এখান থেকেই তো পরিষ্কার যে, কোরআন অবমাননা করা যায় না। কোন কিছুতেই কোরআনের অবমাননা হয় না।

চিন্তা করে দেখুন, বর্তমান সমাজে কেউ যদি বলে, " কোরআন হচ্ছে **আগে কালের লোকেদের কিসসা কাহিনী মাত্র**"। তাহলে বাংলার আলেম সমাজ এবং তৌহীদি জনতা তাকে কি করবে? বাস্তবতা যা দেখতে পাচ্ছি, তাতে মনে হচ্ছে, তারা তাকে হত্যা করে ফেলবে। অথচ আল্লাহ এই রকম কোন কিছু করতে বলেন নাই। বরং, আল্লাহ এই রকম লোককে নিজের রহমতের দিকে ডেকেছেন। "তারা বলে, 'এটি (কোরআন) প্রাচীনকালের উপকথা যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলো

সকাল-সন্ধ্যায় তার কাছে পাঠ করা হয়। (৫) বল: 'তা তিনিই নাযিল করেছেন যিনি আসমান-যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় অবগত আছেন। **তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।**' (৬) (কোরআনঃ সূরা ফুরকানঃ ৫-৬)।

আল্লাহ তাদেরকে বিভিন্ন উদাহরনের মাধ্যমে নিজের দিকে ডেকেছেন – যেন তারা সত্য গ্রহণ না করায় আল্লাহ খুবই কষ্ট পাচ্ছেন - "... এসব (কোরআনের আয়াত) তো পুরনো কালের কিসসা কাহিনী ছাড়া কিছুই না।" (৮৪) জিজ্ঞেস করঃ এই পৃথিবী এবং এতে যা আছে তা কার, যদি তোমরা জান তো বল? (৮৫) **তারা বলবে- আল্লাহর। বল: তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? (৮৬)** (সূরা মু'মিনুন - ৮৪-৮৬)

হে মূর্খ আলেম সমাজ, হে মূর্খ তৌহীদি জনতা যাকে আল্লাহ তার রহমতের দিকে ডাকছেন, তাদেরকে তোমরা হত্যা করছো কেন? তোমরা কি জানো না - নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা কত বড় গুনাহ? নবী সাঃ বলেছেন, "নিরপরাধ ব্যক্তিতে হত্যা করে কাফির হয়ে যেও না"।

বর্তমান সমাজে কেউ যদি বলে, **"ইচ্ছে করলে এ রকম কথা (কোরআনের মত কথা) আমরাও বলতে পারি"** - তাহলে তাকে তৌহীদি জনতা কি করবে?

অথচ যারা নবীর সময়ে এই ধরণের কথা বলেছে তাদেরকে আল্লাহ কোন শাস্তি দিতে বলেন নি। আল্লাহ এর রসূল সাঃ তাদেরকে কোন শাস্তি দেন নি। কোরআন হাদিসে এই ব্যাপারে কোন শাস্তির কথা বলা নেই।

এই ক্ষেত্রে কোরআনে কি করতে বলা হয়েছে?

"যখন তুমি দেখ আমার আয়াত নিয়ে তারা উপহাসপূর্ণ আলোচনা করছে তখন তাদের থেকে সরে পড় যে পর্যন্ত তারা অন্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়। আর যখন শয়তান তোমাকে (আল্লাহর এই নাসীহাত) ভুলিয়ে দেয় তখন স্মরণ হয়ে গেলেই যালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর বসবে না।" (সূরা আনফালঃ ৬৮)

এটাই আল্লাহ এর হুকুম, এটাই নবীর সুন্নত। কোরআনকে অবমাননা করা যায় না। কোন কিছুতেই কোরআনের অবমাননা হয় না। কোরআনকে অবমাননা করার ক্ষমতা আল্লাহ কাউকে দেন নি। এটা এমন ব্যাপার যে - কেউ চাইলেও কোরআনের অবমাননা করতে পারবে না।

এখন কওমী মাদ্রাসা থেকে পাস করা মূর্খ আলেমরা বলবে, আপনি জানেন অমুকে কোরআন নিয়ে কি বলেছে? - তুমি ওর কথা শুনতে গিয়েছো কেন? আল্লাহ কি এই ধরনের কথা তোমাকে শুনতে নিষেধ করেন নাই - সূরা আনফালের ৬৮ নাস্বার আয়াতে? এখন বুঝতে পারছেন কেন, কোরআন অবমাননা নিয়ে কোন শাস্তির কথা কোন হাদিসেই পাওয়া যায় না কারণ নবী কাউকে এই ব্যাপারে শাস্তি দেন নি।

কোরআন অবমাননার জন্য কারো শাস্তি দেয়ার কোন উপায় নাই কারণ যে ব্যক্তি এই ব্যাপারে অন্য কারো বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে আসবে বা অভিযোগ করতে আসবে প্রথমে সেই প্যাঁচে পড়বে কারণ সে সূরা আনফালের ৬৮ নাস্বার আয়াতে দেয়া আল্লাহ এর হুকুম মানে নি। কোরআন অবমাননার নামে তোমরা কাউকে হত্যা করবে বা শাস্তি দিবে - এই সুযোগ আল্লাহ তোমাদেরকে দেন নি - কোরআনের সূরা আনফালের ৬৮ নাস্বার আয়াত নাযিল করে আল্লাহ তাদেরকেই অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন যারা মুসলিম হয়েও এই ধরনের কথা শুনতে যায় বা পড়তে যায়।

তাহলে, কোরআন অবমাননার নামে মানুষকে হত্যার নিয়ম কোথা থেকে আসলো? মূর্খ আলেম সমাজ থেকে।

আলেম সমাজের বুঝা উচিত, কোরআনকে তারা যতটুকু মর্যাদাবান মনে করে কোরআনের মর্যাদা তার চেয়ে অনেক বেশী। কেউ চাইলেও কোরআন অবমাননা করতে পারে না। কোরআনের এতটাই মর্যাদা। আর তুমি যদি মনে করো কেউ কোরআনকে অমর্যাদা করেছে তাহলে তুমি তার কথা শুনতে যাও কেন? আল্লাহ কি তোমাকে এই ধরনের আলোচনা শুনতে বা পড়তে নিষেধ করেন নি সূরা আনফালের ৬৮ নাস্বার আয়াতে?

- কি করবো - ফেসবুকে চলে আসে?

- তুমি সাথে সাথে স্ক্রল করে অন্য পোস্টে চলে যাবে। তুমি কি জানো না ফেসবুক কন্ট্রোল ইন্ডী মার্ক জাকার বারগ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। সে তো চাইবেই যদি কোনভাবে একটা ঝামেলা মুসলিম সমাজে তৈরি করা যায়। ১২ই এপ্রিল, ২০২৬ সালের পত্রিকার খবর পড়নি? কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে শামিম রেজা নামে একজন পীরকে হত্যা করা হয়েছে তার কয়েক বছর আগের এক ভিডিও ভাইরাল করে। **প্রশ্ন আসে, এই ভিডিও এত বছর কোথায় ছিল? হটাত করে কয়েক বছর আগের ভিডিও ভাইরাল হয় কিভাবে?** এই ঘটনায় যারা জড়িত তাদের কেন খুঁজে বের করা হচ্ছে না? কারা ভিডিও ভাইরাল করল? কে ভিডিওটি প্রথম ছেড়েছিল? যদি ভালো মতে খুঁজো তাহলে বুঝতে পারবে - এর পিছনে ষড়যন্ত্র আছে। এর পিছনে আয়ামি লীগ, ভারতের 'র' জড়িত

থাকার সম্ভাবনা প্রবল। ফেসবুক খুব দ্রুত এই ধরনের ভিডিও তার সার্ভার থেকে ব্লক করে দিতে পারে - 'Community Guideline' নিয়ম apply করে কিন্তু সেটা তারা করেনি কেন? যারা হত্যা করার জন্য দরবারে হাযির হয়েছিল তাদেরকে ধরা হচ্ছে না কেন? যদি এই দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকত তাহলে, এই সব 'তৌহীদি জনতা' নামের লোকদের কঠিন শাস্তি হত। অবশ্যই সেই ইসলাম হতে হবে মুহাম্মাদ সাঃ এর ইসলাম।

মুহাম্মাদ (সাঃ) কে অবমাননা করার কারণে বা উনার সম্পর্কে খারাপ কথা বলার কারণে বা অসম্মানসূচক কবিতা রচনা করার কারণে কিছু কাফিরকে হত্যা করতে আল্লাহ এর রসূল সাঃ নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ইহুদী কাব বিন আশরাফ, ইহুদী কবি আবু আফাকের নাম উল্লেখযোগ্য। মক্কা বিজয়ের পর আরও কিছু লোককে নবী হত্যার নির্দেশ দেনঃ

আবদুল্লাহ বিন খাতাল (Abdullah bin Khatal)- উনার অপরাধ অনেকগুলো। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর মদিনায় ছিলেন। তিনি ইসলাম ত্যাগ করেন এবং মদিনা থেকে মক্কা ফিরে এসে মদিনার ইসলামী খেলাফতের বিরুদ্ধে কাজ কর্ম পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি একজন মুসলিমকে হত্যা করেন। তিনি দুই জন ক্রীতদাসী যে মুহাম্মাদ সাঃ এর বিরুদ্ধে অসম্মানসূচক কবিতা গান/কবিতা গাইতো তার জন্য দায়ী ছিলেন।

মিকাস বিন শুবাবাহ (Miqyas bin Subabah) – মিকাস বিন শুবাবাহকে শুধুমাত্র ইসলাম ত্যাগ করার জন্য হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল – এই কথা বলা যাবে না কারণ সে মদিনায় একজন আনসারকে হত্যা করে মক্কা পালিয়ে গিয়েছিল। মক্কা বিজয়ের পর মুহাম্মাদ সাঃ যে চারজন পুরুষ এবং ২ জন মহিলাকে হত্যার নির্দেশ দেন তার মধ্যে সে একজন।

এখন আমরা আয়েশা রাঃ এর ইফকের ঘটনায় চলে যাবো। সাহিহ বুখারির ৪৭৫০ নম্বার হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই ঘটনায় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল কঠিন মিথ্যা রটনা রটিয়ে দেয়। কার সম্পর্কে? নবী সাঃ এর স্ত্রী আয়েশা সম্পর্কে। মিথ্যা অপবাদের কারণে মা আয়েশার কি অবস্থা হয়েছিল এবং মুসলিম সমাজের কি অবস্থা হয়েছিল তা সাহিহ বুখারির ৪৭৫০ নম্বার হাদিস পড়লে বুঝা যায়। এখন প্রশ্ন আসে - যখন আল্লাহ কোরআনে আয়াত নাযিল করে মা আয়েশাকে নির্দোষ এবং পবিত্র ঘোষণা করলেন তখন কেন মুহাম্মাদ সাঃ আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে শাস্তি দিলেন না? কেন আল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে দুনিয়াতেই শাস্তি দিতে আয়াত নাযিল করলেন না?

কাব বিন আশরাফ, আবু আফাকের সাথে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পার্থক্য কোথায়? কাব বিন আশরাফ, আবু আফাক উভয়েই ইহুদী ছিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুসলিম ছিলেন। যদিও আজকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে সবাই মুনাফিক বলে অভিহিত করেন কিন্তু সেই সময়ে কেউই তার মুখের উপর তাকে মুনাফিক বলত না। মুহাম্মাদ সাঃ নিজে কখনো তাকে মুনাফিক বলে অভিহিত করেন নি।

তাহলে, কি বুঝা গেলো, যদি কোন পীর, বাউল নিজেকে মুসলিম দাবী করে অথচ সে এমন কথা বলে যাতে আপনার মনে হচ্ছে সে নবীর অবমাননা করছে তাকে আপনি হত্যা করার অধিকার রাখেন না কারণ তার অন্তরে ঢুকে আপনি দেখেন নি যে - সে কেন ঐ কথা বলেছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, সে হয়তো জানে না যে - এই কথা বললে শিরক হয় বা কুফরি হয় বা নবীকে অসম্মান করা হয়। এই ক্ষেত্রে তাকে হত্যা করা যাবে না, তাকে ধমক দেয়া যাবে না, তাকে হুমকি দেয়া যাবে না। তাকে বুঝাতে হবে, জ্ঞান দান করতে হবে। তারপরও যদি ফিরে না আসে এবং নবীকে অসম্মান করে কথা বলতেই থাকে তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের কাজী (বিচারক) তার বিচার করবেন। কিন্তু যেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই সেখানে কি হবে? সেখানে তাকে জ্ঞান দান করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই, এই রাষ্ট্রে যদি কেউ এমন কথা বলে যাতে বুঝা যাচ্ছে যে, সে নবীকে অসম্মান করে কথা বলেছে তাহলে তাকে জ্ঞান দান করা ছাড়া কিছুই করার নেই। তার বিচার করার অধিকার রাখেন ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের কাজী (বিচারক)। আম- জনতা, তৌহীদি জনতা আর রাস্তা-ঘাটের ২ পয়সার আলেম নামের মূর্খদের কোন অধিকার নেই তার বিচার করার। কারণ যে রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই – সেই রাষ্ট্রে চুরি করলে হাত কাঁটা যাবে না, ধর্ষণ করলে ধর্ষণের শাস্তি ইসলামী শরিয়া আইন মোতাবেক দেয়া যাবে না। আংশিকভাবে ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করা হারাম।

যদি ইসলামী রাষ্ট্রে কাজী এই ধরনের কারো বিচার করেন যার বিরুদ্ধে নবীকে অবমাননার অভিযোগ রয়েছে তাহলে এক্ষেত্রে অনেক বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে,

- ১) উক্ত ব্যক্তি জানতেন কি না - তিনি যা বলছেন তাতে নবীকে অসম্মান করা হয়?
 - ২) উক্ত ব্যক্তি কি ঐ কথা নবীকে ভালবেসে বলেছিল কি না? বা নিজেকে শরিয়ার আলেমদের চেয়ে বড় জ্ঞানী বলে প্রমাণ করার জন্য করেছিল কি না? অর্থাৎ শুধুমাত্র নবীর প্রতি ঘৃণা এবং ইসলামের প্রতি ঘৃণা ছাড়া অন্য কোন কিছু তাকে উক্ত কথা বলতে প্ররোচিত করেছিল কি না?
- অর্থাৎ তার নিয়তের দিকে খেয়াল করতে হবে। এই প্রসঙ্গে কবরে সিজদাহ দেয়া সম্পর্কে আল-বানীর মতামত দেখা গুরুত্বপূর্ণ। আল-বানী বলেছেন, "যদি কেউ ইসলামের অংশ মনে করে কবরে

সিজদাহ করে তাহলে তার ঈমান নষ্ট হবে না, গুনাহ হবে না"। কবরকে সিজদাহ করা শিরক – এই কথা জেনে বুঝে যদি কেউ কবরকে সিজদাহ করে তাহলেই তার ঈমান নষ্ট হবে।" এই ব্যাপারে প্রমাণ হিসেবে তিনি নিজের হাদিসটি পেশ করেন।

‘আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা বলেছেন: যখন মু‘আয ইবনে জাবাল সিরিয়া থেকে আসলেন, **তিনি নবী (সাঃ)-কে সিজদা করলেন।** তিনি সাঃ বললেন, "হে মু‘আয, এটা কী?" তিনি বললেন, আমি সিরিয়ায় গিয়েছিলাম এবং তাদেরকে তাদের প্রধান বিশপ ও প্যাট্রিয়াকদের সিজদা করতে দেখেছিলাম, এবং আমি আপনার জন্যও তা করতে চেয়েছিলাম। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, "এমনটি করো না। আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করার আদেশ দিতাম, তবে আমি নারীদেরকে তাদের স্বামীদেরকে সিজদা করার আদেশ দিতাম।" (ইবনে মাজাহ ১৮৫৩; আল-বায়হাকী ১৪৭১১)

মু‘আয ইবনে জাবাল রাঃ নবীকে সম্মান করে সিজদাহ করেছিলেন এবং তার শিরক করার কোন নিয়ত ছিল না। এতে উনার কোন গুনাহ হয়নি। নবী মু‘আয ইবনে জাবালকে (রাঃ) এজন্য তওবা করতে বলেন নি। নবী, মু‘আয ইবনে জাবালকে কাফির ঘোষণা করেন নি। নবী সাঃ শুধুমাত্র ইসলামে কি নিয়ম তা মু‘আয ইবনে জাবালকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। এখন কোন পীর বা বাউল যদি নবীর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে গিয়ে কোন কিছু বলে থাকে যা আপনার কাছে শিরক এবং নবী অবমাননা বলে মনে হচ্ছে তাহলে আপনার করণীয় কি? আপনি শুধু তাকে সঠিক জিনিসটা বলে দিবেন, তারপর সে যদি আপনার কথা গ্রহণ করে বা না করে - সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই ব্যাপারে আপনার আর কিছুই করার নেই।

যারা কিছু হলেই বা কেউ কিছু বললেই তাকে নবী অবমাননাকারী বলে শাস্তি দিতে উদ্দত হন - আপনাদের মা আয়েশার ইফকের ঘটনায় আল্লাহ এর রসূল সাঃ যে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে শাস্তি দেন নি - এই কথাটা মনে রাখা দরকার।

৩) অমুসলিমদের ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, ঐ কথা বলতে তাকে কোন কিছু প্ররোচিত করেছিল কি না? (কারণ এই দেশে মুসলিমরা হিন্দুদের দেব – দেবী সম্পর্কে অনেক খারাপ কথা বলে তাই ক্ষিপ্ত হয়ে কোন অমুসলিম ইসলাম সম্পর্কে, নবী সম্পর্কে খারাপ কিছু বলতে পারে। এই ক্ষেত্রে ঐ অমুসলিমকে শাস্তি দেয়া যাবে না। কারণ আল্লাহ বলেছেন, " (ওহে মুমিনগণ!) আল্লাহকে বাদ দিয়ে

যাদেরকে তারা ডাকে তোমরা তাদেরকে (ie.দেব-দেবীদেরকে) গালি দিও না, কেননা তারা তাদের **অজ্ঞতাপ্রসূত** শত্রুতার বশবর্তী হয়ে আল্লাহকে গালি দেবে। আর এভাবেই আমি প্রত্যেক জাতির জন্য তাদের কার্যকলাপকে তাদের দৃষ্টিতে চাকচিক্যময় করে দিয়েছি.....। (সূরা আন'আম ১০৮)

৪) কোরআন সম্পর্কে, কোরআনের আয়াত সম্পর্কে যে যাই বলুক তার কোন বিচার করা যাবে না। সূরা আনফালের ৬৮ নম্বার আয়াত নাযিল করে আল্লাহ সেই রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন।

৫) যে রাষ্ট্রে ইসলামী শরিয়া আইন চালু নেই সেই রাষ্ট্রে নবীর অবমাননাকারীর কোন বিচার করা যাবে না, তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না কারণ ইসলামী শরিয়া আইন চালু না থাকলে তার বিচার করবে কে?

৬) যারা মব তৈরি করে কোন - নবী অবমাননাকারী হিসেবে - অভিযুক্তকে বা কোরআন অবমাননাকারী হিসেবে অভিযুক্তকে হত্যা করেন - তারা কিয়ামতের মাঠে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হবেন। ইসলাম কোন বিচারহীন, খেয়াল-খুশির জীবন ব্যবস্থা নয়। ইসলামে সবকিছুর সিস্টেম দেয়া আছে। ইসলামের সিস্টেম ছাড়া কিছু করলে গুনাহ আপনারই হবে।

আমি সবাইকে বলব, কারো ধর্ম নিয়ে কটু কথা বলবেন না। এতে মানুষ কষ্ট পায়। এই দেশের আলেম সমাজ মূর্খ, সাধারণ মুসলিমরা মূর্খ। আমরা তাদেরকে কোরআন, হাদিস যতই বলি, যতই বুঝাই তারা বুঝবে না, মানবে না। আমি এই বইয়ে যা লিখেছি তার জন্য তারা আমাকে খুঁজে পেলে হত্যা করে কি না - সেটাই এখন চিন্তার বিষয়। এই বিষয়ে সরকার পারে পদক্ষেপ নিতে। আমি এখানে যা লিখেছি তার আলোকে সরকার এবং আলেম সমাজ যদি মানুষের মাঝে জ্ঞান বিতরণ করে তাহলেই সমাজে কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে। আইন করে, পুলিশ দিয়ে আপনি এগুলো বন্ধ করতে পারবেন না। এজন্য আপনাকে সমাজে সঠিক জ্ঞান বিতরণ করতে হবে।

এটা খুবই স্পর্শকাতর বিষয়, দেখছেন না - আপনাদের প্রাণ প্রিয় আলেম শায়েখ আহমদুল্লাহ, খতিব আবদুল মালেক, মুফতি কাজী ইব্রাহীম, আলী হাসান ওসামা, মুফতি হারুন ইয়হার মুখে কুলুপ দিয়েছেন - এই ব্যাপারে তারা কিছুই বলছেন না। কোরআন অবমাননা বলে কিছু নেই। কোরআনকে অবমাননা করার সামর্থ্যই আল্লাহ কাউকে দেন নি। আপনি কোরআনের মধ্যে অসঙ্গতি খুঁজে পাবার দাবী করেছেন বা কোরআনের সুরার মত সূরা লিখার দাবী করেছেন বা বলেছেন যে, "কোরআন তো হচ্ছে আদিকালের লোকদের কিচ্ছা" - এতে কোরআন অবমাননা

করা হয় না। এই বিষয়গুলো কি আপনাদের আলেম সমাজ জানেন? জানেন না। আর জানেন না বলেই তারা কোরআন অবমাননাকারীদের ফাঁসির দাবী জানান।

আলেম সমাজ আমার নিম্নের আলোচনা মনোযোগ দিয়ে পড়ুনঃ

"কাফিররা যখন কুরআন শুনে তখন তারা যেন তাদের দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে আছড়ে ফেলবে। আর তারা বলে, ‘‘সে (মুহাম্মাদ) তো অবশ্যই পাগল।’’ (সূরা কালামঃ৫১)

"তারা বলে, ‘ওহে ঐ ব্যক্তি যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে! তুমি (মুহাম্মাদ) তো অবশ্যই পাগল।" (সূরা হিজরঃ ৬)

"এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে, তারা বলেছেঃ তুমিতো এক যাদুকর, না হয় উম্মাদ!" (সূরা আয-যারিয়াতঃ ৫২)

"(হে নবী) তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি পাগল নও।" (সূরা কালামঃ২)

"তারা কি একবারও ভেবে দেখেনি? তাদের সঙ্গী লোকটি (মুহাম্মাদ) পাগল নয়। তাকে শুধু একটি স্পষ্ট সতর্কবার্তা (কোরআন) দিয়ে পাঠানো হয়েছে। (সূরা আরাফঃ ১৮৪)

মক্কায যখন নবী সাঃ ইসলাম প্রচার শুরু করলেন তখন কোরাইশরা নবীকে (সাঃ) 'পাগল', 'যাদুকর' বলে অভিহিত করা শুরু করেছিল। মক্কা বিজয়ের পর নবী কি তাদেরকে - নবীকে অবমাননা করার কারণে - হত্যা নির্দেশ দিয়েছিলেন? না, দেন নি। তাহলে নবী, ইহুদী কবি আবু আফাক এবং ইহুদী কবি কাব বিন আশরাফকে কেন হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন? এটাই আমাদের বুঝতে হবে। এই প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ কোরআনে দিয়েছেন।

"(ওহে মুমিনগণ!) আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তারা ডাকে তোমরা তাদেরকে (ie.দেব-দেবীদেরকে) গালি দিও না, কেননা তারা তাদের অজ্ঞতাপ্রসূত শত্রুতার বশবর্তী হয়ে আল্লাহকে গালি দেবে। আর এভাবেই আমি প্রত্যেক জাতির জন্য তাদের কার্যকলাপকে তাদের দৃষ্টিতে চাকচিক্যময় করে দিয়েছি.....। (সূরা আন'আম ১০৮)

বুঝা গেলো, যারা ঘৃণা বা শত্রুতামূলকভাবে নবীকে অসম্মান করেছে, জেনে বুঝে নবীকে বেইজ্জতি করতে চেয়েছে - তাদের ক্ষেত্রে নবী হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন আর যারা অজ্ঞতাবশত

নবীকে অসম্মান করে কিছু বলেছেন বা অজ্ঞতাবশত ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু বলেছে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করেছেন এবং আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) ক্ষমা করেছেন।

আমি মনে করি, বাংলা অঞ্চলের পীর, বাউলরা কেউই নবীকে ঘৃণা করেন না বা নবীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করেন না। তারা যদি এমন কিছু বলে থাকে যাতে নবীকে অবমাননা করা হয় তাহলে সেটা তারা অজ্ঞতাবশত করেছে বলেই প্রতীয়মান হয়। তারপরও এটা একজন জ্ঞানী কাজী (বিচারক) অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং সে কি বলেছে তা পর্যালোচনা করে তারপর রায় দিবেন। ব্যাপারটা অনেক জটিল এবং সূক্ষ্ম চিন্তার দাবী রাখে। আপনার মনে হল, অমুকে নবীকে অবমাননা করেছে আর আপনি মব তৈরি করে তাকে হত্যা করে ফেললেন বা পিটালেন – এই রকম কোন সুযোগ আল্লাহ আপনাকে দেন নি। মব তৈরি করে যারা এই রকম পীর বা বাউল হত্যা করছেন ইসলামের আইন অনুযায়ী, তারা হত্যাকারী। এদের অন্তরে নবীর প্রতি ভালোবাসা নেই কারণ নবীর প্রতি ভালোবাসা হচ্ছে নবীর কথা মেনে চলা। অনুগ্রহ করে, পীর বা বাউলরা যদি এমন কিছু বলে যাতে আপনার মনে হয় যে, তিনি নবীকে অবমাননা করেছেন তাহলে তাকে বুঝান, জ্ঞান বিতরণ করুন – আল্লাহ এটাই করেছেন – আল্লাহ তাদেরকে চিন্তা করতে বলেছেন ("**তারা কি একবারও ভেবে দেখেনি?** তাদের সঙ্গী লোকটি (মুহাম্মাদ) পাগল নয়। তাকে শুধু একটি স্পষ্ট সতর্কবার্তা (কোরআন) দিয়ে পাঠানো হয়েছে। (সূরা আরাফঃ ১৮৪)। অনুগ্রহ করে নবীকে অবমাননার অভিযোগে কাউকে হুমকি দিবেন না, পিটাবেন না, হত্যা করবেন না। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

আমারা জানা মতে, আমি যে আলোচনা করলাম তা আপনারা ফতোয়ার কোন বইয়ে পাবেন না। গত ১০০ বছরে কোন আলেম এই রকম কোন কথা বলেন নি। সৌদি আরবের আলেমসহ সারা বিশ্বের আলেম সমাজ ভুল করেছেন, ভয়াবহ ভুল করেছেন। দুই, একটি হাদিসের উপর ভিত্তি করে তারা রায় দিয়েছেন। ইসলামের যে কোন বিষয়ে মতামত দিতে হলে আপনাকে প্রচুর পড়তে হবে, জানতে হবে এবং বিভিন্ন ঘটনা ও সেই সবক্ষেত্রে নবী সাঃ কোন কাজ, কেন করেছিলেন তা বুঝার সামর্থ্য থাকতে হবে। সালেহ আল মুনায্জিদ দ্বারা পরিচালিত ফতোয়ার বিখ্যাত ওয়েবসাইট Islamqa.info এ এই ব্যাপারে ভুল ফতোয়া দেয়া হয়েছে। বর্তমান পৃথিবীর আলেমরা দাজ্জাল দ্বারা আক্রান্ত; তাদের চোখে আবরণ পড়ে গেছে, তারা কানেও শুনে না - তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

বর্তমানে উপমহাদেশের মুসলিমদের করণীয়

যারা 'মুক্তিপ্রাপ্ত ইয়াজুজ মাজুজ এবং আবির্ভূত দাজ্জাল' বইটি পড়েছেন তারা জানেন যে, ইয়াজুজ মাজুজ মুক্তি পেয়ে গেছে, দাজ্জাল আবির্ভূত হয়ে গেছে। বইটি ইন্টারনেটে সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন। গুরুত্বপূর্ণ বই, পড়ে নিবেন।

এখন আমাদের করণীয় কি? উপমহাদেশে যে সকল মুসলিম বসবাস করেন তারা কি করবেন? আপনাদের পাশের দেশে দাজ্জাল হিসেবে নরেন্দ্র মোদী আবির্ভূত হয়ে গেছেন। তিনি মুসলিম, খ্রিস্টানদের নির্বিচারে নির্যাতন করছেন। উপমহাদেশের মুসলিমরা - আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান রাজা নাজ্জাসী আমাদের পূর্ব পুরুষ মুসলিমদের আশ্রয় দিয়ে আমাদেরকে যে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন তার বন্ধুত্বের প্রতিদান দেবার সুযোগ পেয়েছেন। মনে রাখবেন, পৃথিবীতে যত মুসলিম কিয়ামত পর্যন্ত আসবেন তারা সবাই ন্যায়বান খ্রিস্টানদের কাছে ঋণী কারণ তারা আমাদের পূর্ব পুরুষদের আশ্রয় দিয়ে তাদেরকে নির্যাতন থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তাই, এটা আমাদের কর্তব্য যে, যখন-ই আমরা পৃথিবীর কোথাও কোন নিরপরাধ খ্রিস্টানকে নির্যাতিত হতে দেখব - তাকে রক্ষা করতে প্রাণ দিয়ে হলেও চেষ্টা করবো। প্রথমে আমরা জেনে নেই খ্রিস্টানরা আমাদের কে হয়?

"তুমি অবশ্যই দেখবে যে, মুমিনদের প্রতি সবচেয়ে তিক্তমনা হলো ইহুদি ও মুশরিকরা (মূর্তিপূজকরা) এবং সবচেয়ে দয়ালু হলো তারা, যারা নিজেদের খ্রিস্টান বলে। এর কারণ হলো, তাদের মধ্যে পুরোহিত (জ্ঞানী ব্যক্তি) ও সন্ন্যাসী (সংসার বিরাগী) রয়েছে এবং তারা অহংকারী নয়।" (সূরা মায়িদা ৮২)

হে মুসলিম, আল্লাহ ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন, তোমাদের প্রতি সবচেয়ে বেশী দয়ালু হচ্ছে খ্রিস্টানরা অথচ যখন মণিপুরে মোদীর চরমপন্থি হিন্দু সরকার খ্রিস্টান কুকিদের উপর বর্বর নির্যাতন চালায় তখন তোমরা চুপ করে বসে থাকো। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠ পোষকতায় চরমপন্থি হিন্দু মেইতি সম্প্রদায় মণিপুরের খ্রিস্টানদের (কুকিদের) নির্বিচারে হত্যা করেছে, ধর্ষণ করেছে, বাড়িঘর জালিয়ে দিয়েছে অথচ তোমরা (মুসলিমরা) চুপ করে বসেছিলে। আলেম সমাজ একটা প্রতিবাদ মিছিল করেনি, জামাতে ইসলামী একটা বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেয়নি। অথচ তোমাদের উচিত ছিল প্রতিদিন মণিপুরের খ্রিস্টানদের পক্ষে ভারতের দুতাবাস ঘেরাও করা, মিছিল করা, বিক্ষোভ সমাবেশ করা, প্রতিবাদী স্মারকলিপি মার্কিন এম্বাসিতে দেয়া কারণ তারা মুখে আঙ্গুল দিয়ে বসে আছে যখন

মণিপুরে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মোদী খ্রিস্টানদের হত্যা করেছে, ধর্ষণ করেছে। হে আমেরিকা, ন্যাটো - তোমরা কি সবাই নাস্তিক হয়ে গেছো? তোমাদের মধ্যে কি একজনও খ্রিস্টান নেই যে আমাদের পাশে দাঁড়াবে - আমরা খ্রিস্টানদের রক্ষায় কার্যকরী পদক্ষেপ নিবো। আর একজন খ্রিস্টানকেও মোদী ও তার চরমপন্থী হিন্দু বাহিনী যেন নির্যাতন করতে না পারে। উপমহাদেশে চরমপন্থী হিন্দু এবং মোদীর বিজেপির নির্যাতন থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে **মুসলিম- খ্রিস্টান ঐক্য**।

হে সাংবাদিক, তোমাদের কি হল - তোমরা কেউ মনিপুরের খ্রিস্টান (কুকি) নির্যাতনের খবর ঠিকমত প্রচার করলে না। তোমাদের তো উচিত ছিল প্রতিদিন মনিপুরের খবর ছবিসহ হেডলাইন করা। এই ভাবে তোমাদের উচিত ছিল অন্তত এক মাস মনিপুরের খবর পত্রিকায় প্রকাশ করা। প্রথম আলো, The daily star আর কি করবে? তোমরা কি দেখতে পাও না - ওদেরকে ভারত কিনে নিয়েছে। ওদের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয় সব ভারতীয় কোম্পানি - IDLC, Berger Paints, United Hospital. প্রত্যেকটি ভারতীয় কোম্পানি। কিভাবে ভারত তোমাদের সংবাদপত্র আর সাংবাদিকদের কিনে নেয় - চিন্তা করে দেখো। তোমরা তো বুদ্ধিতে ওদের ধারে-কাছে নেই। হে ট্রান্সকম গ্রুপ, 'প্রথম আলো' যে পরিমাণ বিক্রি হয় তারপর তোমাদের তো ভারতীয় কোম্পানি IDLC, Berger Paints, United Hospital এর বিজ্ঞাপনের জন্য তাদের কাছে বিক্রি হবার দরকার পড়ে না। (গত ১ মাসের প্রথম আলো পত্রিকায় কারা কারা বিজ্ঞাপন দিয়েছে তা দেখে আমার কথাগুলো মিলিয়ে নিন) আপনারা (সকল পত্রিকা) ২০২৩-২০২৬ সাল পর্যন্ত মণিপুরের নির্যাতিত খ্রিস্টানদের (কুকিদের) পক্ষে কয়টি রিপোর্ট করেছেন, পুরাতন পত্রিকা খুঁজে দেখুন তো।

আমেরিকা, ন্যাটোর কথা ভুলে যাও। ওরা আর খ্রিস্টান নেই। উপমহাদেশের খ্রিস্টানদের আমাদেরকেই রক্ষা করতে হবে। হে মুসলিম নামধারী আলেম সমাজ, তোমারা অকৃতজ্ঞ হতে পারো কিন্তু আল্লাহ কাউকেই ছেড়ে দিবেন না। তোমরা যদি উপমহাদেশের (ভারতের) নির্যাতিত খ্রিস্টানদের পাশে না দাড়াও তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন আর এই শাস্তি হবে কঠিন শাস্তি। আল্লাহ তোমাদের সর্বক্ষেত্রে চরমপন্থী হিন্দুদের কাছে পরাজিত করাবেন এবং তাদেরকে দিয়ে তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন। যদি চরমপন্থী হিন্দুদের নির্যাতন থেকে বাঁচতে চাও তাহলে এখনই নির্যাতিত খ্রিস্টানদের পক্ষে ঝাপিয়ে পড়ো। প্রতিটি জুম্মার খুতবায় মণিপুরের নির্যাতিত খ্রিস্টানদের পক্ষে কথা বলা হবে, প্রতি শুক্রবারে ভারতের নির্যাতিত খ্রিস্টানের পক্ষে বিক্ষোভ সমাবেশ করতে হবে। যদি তোমরা তা করো তাহলে আল্লাহ তোমাদের বিজয় দান করবেন।

বর্তমানকালের নির্যাতিত খ্রিস্টানরা যে আমাদের বন্ধু এবং তাদের পক্ষে জান-প্রান দিয়ে দাঁড়ালেই যে মুসলিমরা চরমপন্থি মোদীর থেকে রক্ষা পাবে তা আল্লাহ আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন খ্রিস্টান রোমান সম্রাট কন্সটাইনের কথা কোরআনে উল্লেখ করে। কন্সটাইনই হচ্ছেন জুলকারনাইন। আমি এতক্ষণ আপনাদের যা বললাম তা আমার কথা নয় – এগুলো হচ্ছে কোরআন থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান যা আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন। তোমরা যদি আল্লাহ এর কথা মানো তাহলে ভালো আর তোমরা যদি আল্লাহ এর কথা না মেনে নির্যাতিত খ্রিস্টানদের পক্ষে না দাড়াও তাহলে আল্লাহ এর শাস্তির জন্য অপেক্ষা করতে থাকো। আল্লাহ তোমাদেরকে চরমপন্থি হিন্দুদেরকে দিয়ে এমন শাস্তি দেয়াবেন যা তোমরা কল্পনা করতে পারবে না। হাতে সময় বেশী নাই, সুতরাং আজকে থেকেই ভারতের নির্যাতিত খ্রিস্টানদের পক্ষে দাঁড়িয়ে যাও, জান-প্রান দিয়ে তাদের পক্ষে কথা বলতে থাকো, বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দাও, প্রতিবাদী মিছিল করো। মণিপুরের খ্রিস্টানদের (কুকি) রক্ষায় ভারতীয় দূতাবাস ঘেরাও-য়ের কর্মসূচী দাও। আল্লাহ চাইলে, চরমপন্থি হিন্দু এবং দাজ্জাল নরেন্দ্র মোদী দৌড়ে পালাবে। এখন আমি তোমাদের স্বরণ করিয়ে দিতে চাই, খ্রিস্টান রাজা নাজ্জাসী তোমাদের পূর্বপুরুষদের জন্য কি করেছিলেন।

মক্কায যখন সাহাবীরা মূর্তিপূজকদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লেন, তাদের জীবন হুমকির মুখে পড়ে গেলো তখন ৬১৩-৬১৫ সালের মধ্যে মুহাম্মাদ সাঃ এর নির্দেশক্রমে সাহাবীদের প্রথম দল আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন এবং খ্রিস্টান রাজা নাজ্জাসীর রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আবিসিনিয়ায় আশ্রয় নেয়া এই প্রথম দলে ছিলেন ১১ জন পুরুষ এবং ৪ জন নারী। উনাদের মধ্যে নবীর মেয়ের জামাই ওসমান ইবনে আফফান রাঃ এবং নবীর কন্যা রোকাইয়াও ছিলেন। তাদের নেতা হিসেবে আল্লাহ এর রসূল সাঃ ওসমান ইবনে মাজুনকে রাঃ নির্ধারণ করেন। ৬১৫-৬১৬ সালের মধ্যে নির্যাতিত মুসলিমদের দ্বিতীয় দলটি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। এই দলে ৮৩ জন পুরুষ এবং ১৮ জন নারী ছিলেন। তারা সবাই সাহাবী ছিলেন।

এই খবর জানতে পেরে মক্কার কোরাইশরা সাহাবীদের ফিরিয়ে আনতে আমর ইবনুল আস এবং আবদুল্লাহ বিন রাবিয়াকে নাজ্জাসির কাছে দূত হিসেবে পাঠান। তারা বেশ দামী কিছু উপহার নাজ্জাসির জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন।

মক্কাবাসীরা আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান সেনাপতিদের কাছে এই বলে আবেদন করেছিল যে, মুসলিম অভিবাসীরা বিদ্রোহী এবং তারা এমন একটি নতুন ধর্ম উদ্ভাবন করেছে, যার কথা মক্কাবাসী বা আবিসিনিয়াবাসী কেউই শোনেনি, এবং তাদের আত্মীয়স্বজনরা তাদের ফেরত চাইছে। খ্রিস্টান রাজা

তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দিলেও, শেষ পর্যন্ত তাদের (মুসলিমদের) আত্মপক্ষ সমর্থন না শোনা পর্যন্ত অভিবাসীদের হস্তান্তর করতে অস্বীকার করেন।

পরবর্তীতে সাহাবীদেরকে খ্রিস্টান রাজা নাজ্জাসী এবং তাঁর বিশপদের সামনে আনা হলো। নির্বাসিতদের নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী জাফর ইবনে আবু তালিব তাদের পক্ষ সমর্থনে বললেন:

"হে রাজা, আমরা এক দুষ্ট ও অজ্ঞ জাতি ছিলাম, যারা মূর্তি পূজা করতাম এবং মৃতদেহ ভক্ষণ করতাম। আমরা সব ধরনের লজ্জাজনক কাজ করতাম এবং প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালন করতাম না। আমাদের মধ্যে শক্তিশালীরা দুর্বলদের উপর ক্ষমতার দাপট দেখাত। অতঃপর আল্লাহ আমাদের মাঝে এমন একজন নবী প্রেরণ করলেন, যার মহত্ত্ব, ন্যায়পরায়ণতা, উত্তম চরিত্র এবং পবিত্র জীবন আমাদের কাছে সুপরিচিত ছিল। তিনি আমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য আহ্বান করলেন এবং মূর্তিপূজা ও পাথর পূজা ত্যাগ করার জন্য আমাদেরকে সচেষ্ট করলেন। তিনি আমাদেরকে সত্য কথা বলতে, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে এবং আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর অধিকারকে সম্মান করতে শিখিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে অশ্লীলতা থেকে নিষেধ করেছেন; নামাজ পড়তে ও যাকাত দিতে বলেছেন; সমস্ত নোংরা জিনিস পরিহার করতে এবং রক্তপাত এড়িয়ে চলতে বলেছেন। তিনি ব্যভিচার, অশ্লীলতা, মিথ্যা বলা, এতিমের উত্তরাধিকার আত্মসাৎ করা, অন্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা এবং এই জাতীয় অন্যান্য সকল অশালীন কাজ নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি আমাদের পবিত্র কুরআন, ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ শিক্ষা দিয়েছেন। যখন আমরা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং তাঁর সুন্দর শিক্ষা অনুসারে আমল করলাম, তখন আমাদের লোকেরা আমাদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু করল। যখন তাদের নিষ্ঠুরতা সকল সীমা অতিক্রম করল, তখন আমরা আমাদের নবীর অনুমতিক্রমে আপনাদের দেশে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। (তথ্য সূত্র: জাফর ইবনে আবু তালিব, ইবনে হিশামের নবীর জীবনীতে)

খ্রিস্টান রাজা তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী চাইলেন। তখন জাফর কুরআনের সূরা মারইয়াম থেকে একটি অংশ পাঠ করলেন। রাজা নাজ্জাসী তা শুনে কেঁদে ফেললেন এবং বলে উঠলেন: "নিশ্চয়ই, এটি ঈসার (ইঞ্জিলের) বাণী, যা একই আলোর (মিশকাত) উৎস থেকে এসেছে"।

তবে, দূতদের মধ্যে একজন, আমার ইবনুল আস (*), একটি বিকল্প কৌশলের কথা ভাবলেন। পরদিন তিনি রাজার কাছে ফিরে এসে তাঁকে বললেন যে মুসলমানরা ঈসাকে অসম্মান করেছে। মুসলমানরা যখন শুনল যে ঈসা সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রশ্ন করার জন্য রাজা তাদের আবার ডেকে পাঠিয়েছেন, তখন তারা একটি কূটনৈতিক উত্তর খোঁজার চেষ্টা করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা যে ওহী পেয়েছিল সে অনুযায়ী কথা বলার সিদ্ধান্ত নিল। রাজা যখন জাফরকে সম্বোধন করলেন, তিনি উত্তর দিলেন যে তারা ঈসাকে "আল্লাহর বান্দা, তাঁর নবী, তাঁর প্রেরিত আত্মা এবং তাঁর বাণী (হুকুম), যা তিনি পবিত্র কুমারী মরিয়মের উপর অবতীর্ণ করেছিলেন" বলে মনে করে। এই কথা শুনে খ্রিস্টান রাজা নাজ্জাসী ঘোষণা করলেন যে ঈসা আসলে তিনি (জাফর রাঃ) যা বলেছেন তার চেয়ে বেশি কিছু নন; তিনি মুসলমানদের দিকে ফিরে তাদের বললেন: "যাও, কারণ তোমরা আমার দেশে নিরাপদ"। এরপর তিনি মক্কার দূতদের উপহারগুলো ফিরিয়ে দিলেন এবং তাদের বিদায় করে দিলেন।

(*) আমার ইবনুল আস পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

মুহাম্মাদ সাঃ এর একটি গুণ হচ্ছে তিনি তাদেরকে ভুলে যেতেন না যারা উনাকে কোনভাবে সহযোগিতা করেছিল। হে মুসলিম, আজকে তোমরা কিভাবে মণিপুরের নির্যাতিত খ্রিস্টানদের (কুকিদের) কথা ভুলে গেলে অথচ আল্লাহ কোরআনে নির্যাতিত পুরুষ, নারী, শিশুদের পক্ষে লড়াই করতে বলেছেন।

"আর তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা আল্লাহর পথে এবং সেইসব নির্যাতিত পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য যুদ্ধ করো না, যারা আত্ননাদ করে বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! এই অত্যাচারীদের দেশ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো! আমাদের জন্য একজন ত্রাণকর্তা নিযুক্ত করো; আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত করো—সবই তোমার অনুগ্রহে।" (সূরা নিসাঃ ৭৫)

এখন আমরা মণিপুরে ২০২৩ সাল থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত ঘটে যাওয়া খ্রিস্টান হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জানব।

ভারতের মণিপুরে খ্রিস্টান (কুকি জো) নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড (২০২৩-২০২৬)-

২০২৩ সালের ১৪ই এপ্রিল, মণিপুর হাইকোর্ট একটি আদেশ জারি করে, যেখানে প্রভাবশালী মেইতেই সম্প্রদায়কে (Meitei community) তফসিলি উপজাতির মর্যাদা (Scheduled Tribe status) দেওয়ার সুপারিশ করা হয়।

মোদীর হিন্দুত্ববাদী সরকারের নিষ্ঠুর, পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত ছিল এটি কারণ মেইতেই সম্প্রদায় হচ্ছে মূলত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। অন্য দিকে কুকি জো হচ্ছে খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। মণিপুরে কুকি জো, মেইতেই সম্প্রদায় হতে সব দিক থেকেই বঞ্চিত এবং পশ্চাৎপদ কিন্তু তাদের সিডিউল কাস্টের মর্যাদা না দিয়ে মোদী চাইলেন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতেই সম্প্রদায়কে সিডিউল কাস্টের মর্যাদা দিতে।

ভারতের আইন অনুযায়ী, যদি কোন সম্প্রদায় সিডিউল কাস্টের মর্যাদা পায় তাহলে সেই সম্প্রদায় চাকরীতে কোটা সুবিধা পায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা পায়, আইন প্রনেতা হবার ক্ষেত্রেও কোটা পায়। আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ স্কিম পায়। আইনগতভাবেও বিশেষ সুবিধা পায়।

অবাক ব্যাপার হচ্ছে পিছিয়ে পড়া খ্রিস্টান সম্প্রদায় কুকি-জোকে এই সকল সুবিধা না দিয়ে মোদী চাইলেন অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থানে থাকা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতেইকে এই সুবিধা দিতে! চরমপন্থী হিন্দুত্ববাদী সরকার হচ্ছে মোদী সরকার।

সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে খ্রিস্টান সংখ্যা গরিষ্ঠ কুকি জো সম্প্রদায় বিক্ষোভ শুরু করে, তারা বুঝতে পারে, খ্রিস্টান হবার কারণে তাদেরকে সরকার বঞ্চিত করেছে। অন্য দিকে সরকারের সিদ্ধান্তের পক্ষে মেইতেই সম্প্রদায় রাস্তায় নামে। মে, ২০২৩ সালে উভয় সম্প্রদায় মুখোমুখি হলে সংঘর্ষ শুরু হয়। মেইতেই অধ্যুষিত ইমফাল (Imphal Valley) এলাকায় খ্রিস্টান কুকি জোদের টার্গেট করে করে হত্যা করা হয়। প্রথম সপ্তাহে ৭৭ জন কুকি (খ্রিস্টান) এবং ১০ জন মেইতেই নিহত হয়। মণিপুরের মুখ্য মন্ত্রী নিজে একজন 'মেইতেই'। তিনি কুকি জোদের খারাপ সম্প্রদায় হিসেবে উপস্থাপন করেন। অতি সংক্ষেপে বললে, দীর্ঘদিন ধরে চলা ঐ হত্যাকাণ্ডে ২৭ টি গির্জা ভেঙ্গে ফেলা হয়।

ভয়ংকর ঘটনাঃ ১৯শে জুলাই, ২০২৩ সাল, একটি ভিডিও ভাইরাল হয় যেখানে দেখা যায় চল্লিশের কোঠায় এবং বিশের কোঠায় বয়সী দুই কুকি মহিলাকে সম্ভবত মেইতেই পুরুষরা বিবস্ত্র করে রাস্তায়

নগ্ন করে ঘোরাচ্ছে, চড় মারছে, যৌন নিপীড়ন করছে এবং গণধর্ষণ করছে। মেইতেই জনতা কর্তৃক সহিংসতার হাত থেকে বাঁচতে পালানোর সময় মহিলাদেরকে পুলিশ স্টেশন থেকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযোগ রয়েছে যে কম বয়সী ভুক্তভোগীকে গণধর্ষণ করা হয়েছিল এবং ভুক্তভোগীকে রক্ষা করার চেষ্টা করার সময় তার বাবা এবং কিশোর ভাইকে মেইতেই জনতা হত্যা করে। অভিযোগ দায়ের করা সত্ত্বেও, ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসার আগ পর্যন্ত ২ মাসেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় পুলিশ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। কুকি (খ্রিস্টান) সম্প্রদায় পুলিশের বিরুদ্ধে মেইতেই সম্প্রদায়ের (হিন্দু সম্প্রদায়) পক্ষ নেওয়ার অভিযোগ করেছে। মণিপুরে ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় ঘটনার দুই মাসেরও বেশি সময় পরে ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসে। ভুক্তভোগীদের একজন বলেছেন যে পুলিশ তাদেরকে "জনতার হাতে ছেড়ে দিয়েছিল"।

খ্রিস্টান কুকিদের নির্যাতনের পিছনে কে ছিল?

২০২৪ সালের জুন মাসে, ভারতের মণিপুর রাজ্যের বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী এন. বীরেন সিং এবং তার সহযোগীদের মধ্যে একটি কথিত রুদ্ধদ্বার কথোপকথনের অডিও রেকর্ডিং সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। এতে, বীরেন সিংকে "যুদ্ধ" শুরু করার দায় স্বীকার করতে শোনা যায়, যা ২০২৩ সালে রাজ্যে মেইতেই এবং কুকি-জো সম্প্রদায়ের মধ্যে শুরু হওয়া চলমান জাতিগত সংঘাতের একটি প্রধান কারণ। বীরেন সিং উক্ত ভিডিও টেপে কণ্ঠস্বরটি তার নয় বললেও একটি নিরপেক্ষ ফরেনসিক ল্যাব (Truth lab) পরীক্ষার পর রিপোর্ট দেয় যে, উক্ত কণ্ঠস্বরের সাথে বীরেন সিংয়ের কণ্ঠস্বর ৯৩% ম্যাচ (match) করে। কিন্তু আদালতে এই বিষয়টি আর আগায় নি কারণ রাষ্ট্র পক্ষ বলে যে উক্ত ফরেনসিক ল্যাব (Truth lab) সরকারী ল্যাব নয়। কিন্তু এই ঘটনার পাঁচ দিন পর মণিপুর রাজ্যের বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী এন. বীরেন সিং পদত্যাগ করেন।

২০২৩ সালের ১ জুলাই, কেরালার থালাসেরির আর্চবিশপ জোসেফ পাম্পলানি বলেন, "মণিপুরের খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার জন্য মোদী সরকার এই সহিংসতা চালাচ্ছে"।

মিডিয়ার কি অবস্থা ছিল? মিডিয়া ও বিজেপির মধ্যে আঁতাতের কারণে ভারতের মূলধারার টেলিভিশন চ্যানেলগুলি মণিপুরের সংঘাতকে উপেক্ষা করেছিল এবং শুধুমাত্র তখনই প্রচার করেছিল যখন দু'জন নগ্ন মহিলাকে মেইতেই জনতা দ্বারা ঘোরানোর ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছিল। এছাড়াও, "দ্য ওয়্যার" (The Wire) এর রিপোর্ট অনুসারে, মণিপুর এবং ভারতের বাকি অংশের প্রধান সংবাদপত্র এবং সম্প্রচার মাধ্যমগুলি প্রধানত খ্রিস্টান কুকিদের উপর সহিংসতার খবর

প্রকাশ করাকে এড়িয়ে গেছে। অন্যদিকে প্রধানত হিন্দু মেইতেইদের উপর কুকিদের সহিংসতার উপর আলোকপাত করেছে, যা হিন্দু জাতীয়তাবাদী আখ্যানকে আরও শক্তিশালী করেছে। ঐ অঞ্চলের সর্বাধিক পঠিত তিনটি ইংরেজি সংবাদপত্র - জনতা কর্তৃক একজন মহিলা এবং একটি ছেলেকে জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলার ঘটনাটিও রিপোর্ট করেনি। সাঙ্গাই এক্সপ্রেস (The Sangai Express) একটি সম্পাদকীয়তে খ্রিস্টান কুকিদের 'বহিরাগত' বিশেষণে উল্লেখ করেছে, অন্যদিকে ইমফাল ফ্রি প্রেসের (Imphal Free Press) একটি সম্পাদকীয়তে রাজ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর কাছ থেকে মেইতেই হিন্দুদের অস্ত্র লুটের ঘটনাকে সমর্থন করা হয়েছে। মোদীর প্রতি আনুগত্যের কারণে ভারতের বর্তমান মিডিয়াকে গদি মিডিয়া নামে অভিহিত করা হয়।

ভারতের সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ২২ নভেম্বর পর্যন্ত এই সহিংসতায় ২৫৮ জন নিহত এবং ৬০,০০০ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। বুঝতেই পারছেন, বাস্তব সংখ্যা আরও অনেক বেশী হবে। ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়ে খ্রিস্টানদের (কুকিদের) জাতিগত নিধন।

শেষ ফলাফল কি? রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় একটি খ্রিস্টান জাতিগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার মহাপরিকল্পনা করেছিল ভারতের নরেন্দ্র মোদী সরকার। সরকার, পুলিশ, প্রশাসন, মিডিয়া সবাই যখন একটি সংখ্যালঘু খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করার কাজে লিপ্ত হয় তখন সেই সম্প্রদায়ের চেয়ে নিপীড়িত আর কে হতে পারে? তাদের মত নির্যাতিত আর কোন গোষ্ঠী আছে কি? আছে। যেমনঃ মুসলিম রোহিঙ্গা, প্যালেস্টাইনের মুসলিমরা। তবে মুসলিম রোহিঙ্গা ও প্যালেস্টাইনের মুসলিমরা কুকিদের চেয়ে অনেক বেশী নির্যাতিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে।

আমাদের করণীয়ঃ প্যালেস্টাইনের মুসলিমদের জন্য আপনারা লং মার্চ করেছেন, বিক্ষোভ করেছেন, মিছিল করেছেন তেমনি ভারতের খ্রিস্টানদের রক্ষায় লং মার্চ করবেন, মিছিল করবেন, বিক্ষোভ সমাবেশ করবেন, পত্রিকায় বড় বড় হেডলাইন দিয়ে ছবিসহ সংবাদ পরিবেশন করবেন, সম্পাদকীয় লিখবেন, মতামত লিখবেন। টিভি চ্যানেলে এই বিষয়ে বিস্তারিত খবর পরিবেশন করবেন। টক শো করবেন। মসজিদে জুম্মার খুতবায় ভারতে খ্রিস্টানদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে বয়ান করবেন। সেই সাথে সাথে বাংলাদেশে যেন হিন্দুদের উপর কোন অন্যায় না করা হয় সেটি নিয়েও আলোচনা করবেন।

এতে কি লাভ হবে? আল্লাহ আপনাকে এটি করতে বলেছেন – আপনি এটি করবেন। নিপীড়িত সকল মানুষের পক্ষে আমরা সীসা ঢালা প্রাচীরের মত দাঁড়াবো। শেষ জমানায় ইহুদী ও মূর্তিপূজকদের মধ্যে ঐক্য হয়েছে যা ইতিমধ্যেই ভারত এবং ইসরায়েলের মধ্যে হয়ে গেছে। এখন আপনি যদি নির্যাতিত খ্রিস্টানদের সাথে ঐক্য না করেন তাহলে আপনার বড় ক্ষতি হতে পারে। এতে যদি ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়? মনে আছে, খ্রিস্টান রাজা নাজ্জাসী মক্কার মূর্তিপূজকদের উপহার ফেরত দিয়ে সাহাবীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। মুনাফিক হবেন না। আপনারা যদি এখনই ভারতের নির্যাতিত খ্রিস্টানদের পক্ষে জান-প্রান দিয়ে জ্ঞানের লড়াই না করেন তাহলে আপনাদের পরিনতি খ্রিস্টান কুকিদের চেয়ে আরও ভয়াবহ হবে বলেই আমার মনে হচ্ছে। এটা কি ভবিষ্যতবাণী? না, কোরআন, হাদিস পড়ার পর আমি যেটা বুঝেছি – সেটাই বললাম। মুসলিম – খ্রিস্টান ঐক্য ছাড়া উপমহাদেশে (বাংলা অঞ্চলে) মুসলিমদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না বলেই মনে করছি।

আর্মি অফিসারের বাসায় গৃহকর্মী (কাজের মেয়ে) দিবেন না

আর্মি অফিসারদের বাসায় কেউ কোন মেয়েকে - গৃহকর্মী (কাজের মেয়ে) হিসেবে দিবেন না কারণ আমার জানামতে, গৃহকর্মী নির্যাতন হার সবচেয়ে বেশী আর্মি অফিসারদের বাসায়। কিন্তু এগুলো প্রকাশিত হয় না। কেন জানেন? কারণ প্রকাশ করবে কে? কোন সাংবাদিক যদি এই খবর প্রকাশ করে, পরদিন আর্মি ঐ সাংবাদিককে গুম করে ফেলবে। গুম করায় ওদের জুড়ি নেই। থানায় গেলেও লাভ নেই। মেজরের বিরুদ্ধেই মামলা নেয়ার সাহস পুলিশের নেই। পুলিশ যে আর্মি অফিসারের বাসা থেকে আপনার নির্যাতিত গৃহকর্মী মেয়েকে উদ্ধার করে দিবে - এই ক্ষমতাও ওদের নেই। আপনার মেয়ে যদি কোন নীতিহীন আর্মি অফিসারের বাসায় কাজে চলে যায় -তাহলে ঐ মেয়ের জীবন শেষ। সে কোন দিনই নির্যাতন থেকে মুক্তি পাবে কি না সন্দেহ। শতকরা ৮০% আর্মি অফিসারদের বাসায় গৃহকর্মী নির্যাতন হয় না কিন্তু যেই ২০% আর্মি অফিসারের বাসায় গৃহকর্মী নির্যাতন হয় তাদেরকে থামাবে কে? তাই, কখনো ভুলেও কোন আর্মি অফিসারের বাসায় গৃহকর্মী (কাজের মেয়ে) দিবেন না।

তেমনভাবে আর্মি অফিসারের কাছে মেয়ে বিয়ে দিবেন না। ওরা যে জায়গায় যায় সেই জায়গা পচিয়ে ফেলায়। যেমন ওরা ডিজিএফআই-এ গিয়েছে - ডিজিএফআই গুম, খুনের আস্তানা হয়ে গিয়েছিল হাসিনার সময়। আর্মি অফিসাররা রেবে গিয়েছে - রেব গুম, খুনের আস্তানা হয়ে গিয়েছিল। ওদেরকে এখন আর্মি কোলে তুলে রাখছে - ওদের নাম জানতে চান?

র‍্যা‍বের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তোফায়েল মোস্তফা সারোয়ার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. কামরুল হাসান, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাহবুব আলম, ব্রিগেডিয়ার কে এম আজাদ, কর্নেল আবদুল্লাহ আল মোমেন ও কর্নেল আনোয়ার লতিফ খান (এখন অবসরকালীন ছুটিতে) ; র‍্যা‍বের গোয়েন্দা শাখার সাবেক পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মশিউর রহমান, লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাইফুল ইসলাম সুমন ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. সারওয়ার বিন কাশেম, ডিজিএফআইয়ের সাবেক তিনজন পরিচালক মেজর জেনারেল শেখ মো. সরওয়ার হোসেন, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাহবুবুর রহমান সিদ্দিকী, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহমেদ তানভির মাজাহার সিদ্দিকী, লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. আকবর হোসেন, মেজর জেনারেল (অব.) মো. সাইফুল আবেদিন, লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. সাইফুল আলম, লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) আহমেদ তাবরেজ শামস চৌধুরী ও মেজর জেনারেল (অব.) হামিদুল হক।

কত বড় বড় পোস্ট, পদ কিন্তু সবগুলো অমানুষ। এরা অমানুষ হল কিভাবে? কারণ তারা ভেবেছিল যে, আমি যাই করি না কেন – আমি আমাকে সমর্থন করবে সুতরাং আমাকে কেউ কিছু করতে পারবে না। তাহলে এদের অপকর্মের জন্য দায়ী কে? বাংলাদেশ আমি। টোটাল বাংলাদেশ আমি দায়ী কারণ তারা অপরাধীকে আশ্রয়, প্রস্রয় দেয়। এদের কাছে মেয়ে বিয়ে দিতে চান? যদি আপনার মেয়ে ঐ ২০% খারাপ আমি অফিসারের ভাগে পড়ে যায় তাহলে আপনার মেয়ের জীবন শেষ। কেউ আপনার মেয়েকে উদ্ধার করে দিতে পারবে না। পুলিশ, সাংবাদিক, তারেক জিয়া কেউ আপনার মেয়ের পক্ষে কথা বলতে পারবে না। আপনার মেয়ের জীবন নির্যাতিত হতে হতে কেটে যাবে। তাই, লোভে পড়ে আমি অফিসারের সাথে মেয়ের বিয়ে দিবেন না।

*** তারেক জিয়া এখন সেনাবাহিনী backed একটা সরকার চালাচ্ছেন। কিভাবে বুঝলাম? উনি ফুটপাথের সকল দোকানদারদের তুলে দিয়েছেন – এই বুদ্ধি আমি ছাড়া অন্য কারো মাথা থেকে আসতে পারে না। তারেক সাহেব, আপনি যে ২-৩ লাখ লোককে বেকার করে দিলেন – তাদের জীবিকার ব্যবস্থা কে করবে? তাদের সংসার এখন কিভাবে চলবে?

হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবাদের (রাঃ) বলেছেন: "জুব্বুল হুযন থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, "হে রাসূলুল্লাহ (সাঃ), 'জুব্বুল হুযন' কি?' রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন: "এটি জাহান্নামের একটি উপত্যকা যা থেকে জাহান্নাম নিজেই প্রতিদিন একশত বার নিরাপত্তা কামনা করে। তখন সাহাবা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন; "কোন শ্রেণীর লোককে এই উপত্যকায় প্রবেশ করানো হবে?" নবী (সাঃ) বলেছেন: "আলেম- ওলামা ও হাফেজ যারা প্রদর্শনের (*) জন্য কাজ করে"।

(*) রিয়াকারী অর্থাৎ মানুষকে দেখানোর জন্য কাজ করে।

জুব্বুল হুযন (দুঃখের গহ্বর) যাকে মুহাম্মদ (সাঃ) জাহান্নামের একটি মরুভূমি বলেছেন, যেখান থেকে স্বয়ং জাহান্নামই আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং যা কুরআনের সেইসব পাঠকদের জন্য সংরক্ষিত যারা ব্যবহারের দিক থেকে উদ্ধত। (মিশকাত, খণ্ড ২, অধ্যায় ৩)

*** বইটি আপনার পরিচিতদের সাথে শেয়ার করবেন। এতে হয়তো কোন নিরপরাধ পীরের বা বাউলের জীবন বেচে যেতে পারে।

*** সাংবাদিক ভাইরা, আমার "পীর (সূফী) হত্যা করবেন না" অধ্যায়টির আলোকে প্রবন্ধ লিখে পত্রিকায় দিতে পারেন। লেখকের জায়গায় কার নাম দিবেন – এটাই চিন্তার বিষয়। যার নামে ইচ্ছা চালিয়ে দি যেন, আমার সমস্যা নেই। কিন্তু মূর্খ 'আলেম' ও মাদ্রাসা ছাত্র সমৃদ্ধ তৌহীদি জনতা তার উপর হামলা করলে আমাকে যেন দোষ দি যেন না। (তারিখ: ১৪ই এপ্রিল, ২০২৬)

আমি এই বইয়ে যা কিছু লিখেছি তাতে ভালো কিছু থাকলে তা আল্লাহ এর তরফ থেকে আর খারাপ কিছু থাকলে তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

